3

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 DEC 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১ .....

ডিগ্রী পরীক্ষায়ও নকল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় চলতি বছরের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিন শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হলেও অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অন্তত তিনশ' জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ সংখ্যাটি অপরাপর পরীক্ষার তুলনায় কম শোনালেও মোট শিক্ষার্থীর অনুপাতে খুবই উচ্চ বলে মানতে হবে। এসএসসি আর এইচএসসির বাছাই পাড়ি দিয়ে ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এমনিতেই কমে যায়। তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ নেন না। ফলে স্বল্পতর সংখ্যক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে এক দিনে তিনশ' জনের অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হওয়াকে একটা বড় এবং পরিতাপযোগ্য ঘটনা বলেই মানতে হবে।

আমাদের পরিতাপ আরো বেড়ে যায় এ কথা স্মরণ করে যে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা ভালমন্দ বিচার করার মত বয়স ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। সব ব্যাপারেই তাই তাদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত। পরীক্ষায় ফাঁকি দেয়া প্রকৃত অর্থে নিজেকেই ফাঁকি দেয়া, এ সত্য যদি তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, বুঝতে হবে তাবৎ শিক্ষাতেই গলদ রয়ে গেছে। ব্যথিত চিত্তে আমরা এ দিকটির প্রতি আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। তাদের প্রতি আমাদের আবেদন একটাই, এই আত্মনাশা প্রবণতাকে তারা আর প্রশ্রয় দেবেন না। ডিগ্রী পরীক্ষায় সাফল্যের ভিত্তিতে তারা যে কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। এই পরীক্ষাতে যদি অসদুপায় আর প্রতারণা প্রশ্রয় পায়, জাতীয় জীবনে তার প্রভাব মারাত্মক প্রমাণিত হতে বাধ্য।

তরুণ শিক্ষার্থীদের বিপুল সংখ্যায় বহিষ্কারের ব্যাপারটি যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, আমরা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের এ কঠোরতাকে স্বাগত জানাই। শিক্ষাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে পরীক্ষার সততা অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এ প্রশ্নে আপোসের কোনই অবকাশ নেই। একই সঙ্গে আমরা আমাদের শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকদেরও অসাধু পন্থা অবলম্বনের কারণগুলো তলিয়ে দেখার অনুরোধ করি।